ব্যাটার এলেম ছিল

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

callprasun@gmail.com

খেলার রাজা ফুটবল। ফলে, সেই রাজত্বে কে রাজা, কে রাজপুত্র তা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকবেই। দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা-র চলে যাওয়ার পর পেলে-কে ফোন করেন জিকো। সেই গোপন ও অলীক কথোপকথনের সাক্ষী থাকল 'ছুটি'।

পেলে: হ্যালো!

জিকো: স্যর, জিকো বলছি।

পেলে: বলো।

জিকো: স্যর খবরটা শুনেছেন নিশ্চয়ই!

পেলে: শুনলাম। দিয়েগোর পরিবারকে আমি সমবেদনা জানিয়েছি। খুবই দুঃখজনক!

জিকো: একদম স্যর!

পেলে: বলছি যে তুমি আবার ফেসবুকে একগাদা লিখেটিখে দাওনি তো? আজকাল যা সব নিম্নমানের দলকে কোচিং করাও! পয়সার জন্য যে তুমি আর কত কী করবে! তোমার বিচার-বুদ্ধির ওপরে আমার এখন আর আস্থা নেই। বলা যায় না হয়তো গ্যাদগ্যাদে একটা স্ক্রিপ্ট লিখে বসলে ফেসবুকে...

জিকো: না না স্যর! ওই ভুল কখনও করি! আফটার অল আমি একজন ব্রাজিলিয়ান!

পেলে: হুম! দ্যাট্‌স গুড!

জিকো: স্যর, একটা কথা বলব?

পেলে: হুম।

জিকো: স্যর একটু আগে ফালকাও ফোন করেছিল। ওরও খারাপ লেগেছে। তবে বলছিল যে একটু নিশ্চিন্তও লাগছে। ও বলল, দ্যাখ ব্রাজিলিয়ান ফুটবল সুপ্রিমেসিকে চ্যালেঞ্জ করার আর কেউ থাকল না।

পেলে: বাজে ব'কো না। কে আমার হরিদাস পাল রে! ব্রাজিলিয়ান সুপ্রিমেসিকে চ্যালেঞ্জ করবেন উনি? মারাদোনা? আমাকেও টোস্টাও ফোন করেছিল। একই কথা বলছিল। দিলাম এক ধমক। বললাম একদম বোকা বোকা কথা বলবে না। ক্রুয়েফ পারেনি। প্লাতিনি পারেনি। বেস্ট-বেকেনবাওয়ার কেউ পারল না। এমনকী, ওই ছোকরা মেসিও নয়। আর উনি করবেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলকে চ্যালেঞ্জ? রাখো তো।

জিকো: একদম স্যর, আপনি আমার মনের কথাটা বলেছেন। অ্যাকচুয়ালি আপনার পরে আমাকেই তো 'সাদা পেলে' বলা হত। কোথায় মারাদোনা-ফারাদোনা!

পেলে (রেগে গিয়ে): তুমি একটা অপদার্থ! 'সাদা পেলে', না ছাই! '৮২-তে তুমি, ফোলকাও, সক্রেটিস যা ডোবালে! জীবনে একবারও ওয়ার্ল্ড কাপ জেতোনি, আর নিজেকে 'সাদা পেলে' বলো!

জিকো: মানছি আমরা ওয়ার্ল্ড কাপটা জিতিনি, কিন্তু তা' বলে এতটা তাচ্ছিল্যও করবেন না। ইনফ্যাক্ট, '৮২-র টিমটাকে সমালোচকরা ব্রাজিলের 'সর্বকালের সেরা টিম' বলেন। আর ফালকাও তো 'গোল্ডেন বুট'-ও পেয়েছিল।

পেলে: রাখো তোমার গোল্ডেন বুট! আর তুমি? গোটা টুর্নামেন্টে শুধু দুটো ব্যাক হিল করেছিলে। লজ্জাও করে না! আর কোন সমালোচক বলেছে '৮২-র দলটা সর্বকালের সেরা ব্রাজিল দল? পাগলটা কে? শোনো, সর্বকালের সেরা ব্রাজিল দল হল '৭০-এর ব্রাজিল। আমি, তোস্তাও, রিভিলিনো, জায়ারজিনো-র সামনে তোমরা?

জিকো: স্যর সেসার মেনোত্তি বলেছেন। আরও অনেকেই বলেছেন।

পেলে: ধুর! মেনোত্তি ফুটবলের কিস্যু বুঝতেন না। আর্জেন্টাইনরা ফুটবলটা বুঝল কবে? কপালে কয়েকবার ওয়ার্ল্ড কাপ পেয়ে গেছে.. খালি বদমাইশি! যে কোনওভাবে পেলেকে ডাউন করো। তাই পেলের ১৯৭০-এর থেকে জিকোর ১৯৮২-র টিমটা ভাল! পাগলের প্রলাপ!

জিকো: ছাড়ুন স্যর, আপনিই সেরা। অন্তত ব্রাজিলের।

পেলে: অন্তত ব্রাজিলের মানে? আমিই সর্বকালের সেরা... সব দেশের মধ্যে... এনি ডাউট?

জিকো (একটু আমতা আমতা করে): না স্যর, আপনার গ্রেটনেস নিয়ে আমার কোনও ডাউট নেই। কিন্তু আপনার টিমমেটরাই তো বলে আপনার পক্ষে হয়তো একা ওয়ার্ল্ড কাপ জেতানো সম্ভব হত না, যেমনটা মারাদোনা করেছিল '৮৬-তে।

পেলে: হোয়াট ডু ইউ মিন? ও আমার থেকে বেটার ছিল? শোনো ছোকরা! আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট! বেস্ট, ক্রুয়েফ, মারাদোনা, প্লাতিনি বা আমাদের গ্যারিঞ্চা এরা ঠিকই আছে, কিন্তু আমার নখের যোগ্য নয়।

জিকো: সেটা স্যর ঠিকই আছে... তবু সবাই ওই বলে কিনা আপনি কখনও ইউরোপিয়ান ফুটবল খেলার ঝুঁকিটা নেননি। না খেললেন স্পেনে, না খেললেন ইতালিতে! আর মারাদোনাকে দেখুন, হাড্ডাহাড্ডি ইউরোপিয় ফুটবলেও একইরকম সফল। নেপোলির মতো একটা অখ্যাত টিমকেও একা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তাও ইতালিয়ান লিগে। যেখানে এসি মিলান আর জুভেন্তাস ছাড়া আর কেউ কলকে পায় না।

পেলে: ফালতু কথা বোলো না। তোমার দেখছি মারাদোনা-প্রীতি উপচে পড়ছে!

জিকো: না না স্যর, ফ্যান আমি আপনারই। আপনিই তো আমাদের 'পোস্টার বয়'! খালি একদিন ভয় লেগেছিল।

পেলে: কবে?

জিকো: স্যর যেদিন বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ওই সোলো রান-টা দেখেছিলাম। ওই স্পিড! ওই কন্ট্রোল! এবং ক্লিনিকাল ফিনিশ! আমার মনে হয়েছিল বোধহয় আপনিও পারতেন না। সরি স্যর!

পেলে: আরে ধুর! বেঁটে ছিল তাই 'সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি' নিচের দিকে ছিল, তাই ব্যাটা পড়ত না। ওসব কন্ট্রোল-ফন্ট্রোল কিছু না।

জিকো: স্যর, আপনি তো ওর বিরুদ্ধে খেলেননি। আমি খেলেছি। অবিশ্বাস্য কন্ট্রোল! তার সঙ্গে ডেডলি উইদ দ্য বল স্পিড! লোথার ম্যাথিউস থেকে দুঙ্গা, সবাই স্বীকার করেছে যে না-মেরে ওকে আটকানো কঠিন ছিল। একদম আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড স্যর! ট্রাস্ট মি।

পেলে: একটা সত্যিকথা বলি। ব্যাপারটা আমিও বুঝিনি তা নয়... আসলে কী জানো, আমরা ব্রাজিলিয়রা সবসময় মনে করি ফুটবলটা আমাদের থেকে ভাল কেউ খেলে না। এই লোকটা, দিয়েগো মারাদোনা, প্রথম সেই ধ্যান-ধারণার উপর আঘাত করল। ওর জন্যই ব্রাজিলের একটা সমান্তরাল জনপ্রিয়তা অর্জন করল আর্জেন্টিনা। ব্যাপারটা মোটেও আমাদের জন্য ভাল ছিল না... হ্যাঁ, তবে বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি— ব্যাটার এলেম ছিল।

জিকো: এগজ্যাক্টলি স্যর! আমাদের ফুটবল সুপ্রিমেসিকে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে সত্যিই ভয় লাগে! ওটাই তো আমাদের একমাত্র সম্বল!

পেলে: ভয় পেও না। আর একটা দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা কখনও জন্মাবে না। নিশ্চিন্ত থাকো। গুড নাইট!

জিকো: গুড নাইট স্যর!

পেলে: হোয়াট ডু ইউ মিন? ও আমার থেকে বেটার ছিল? শোনো ছোকরা! আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট! বেস্ট, ক্রুয়েফ, মারাদোনা, প্লাতিনি বা আমাদের গ্যারিঞ্চা এরা আমার নখের যোগ্য নয়।
জিকো: সেটা স্যর ঠিকই আছে... তবু সবাই ওই বলে কিনা আপনি কখনও ইউরোপিয়ান ফুটবল খেলার ঝুঁকিটা নেননি। না খেললেন স্পেনে, না খেললেন ইতালিতে! আর মারাদোনাকে দেখুন...

অলংকরণ সৌম্যদীপ সিন্‌হা

ছুটির হাট ছুটির হাট ছুটির হাট ছুটির হাট ছুটির হাট ছুটির হাট ছুটির হাট

প্রতিদিন ছুটির হাট

2911ch1(1)

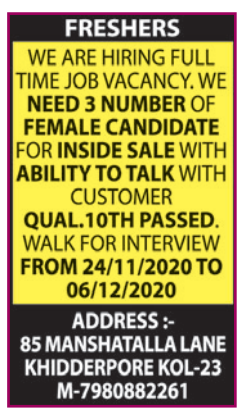

2911ch2(0)

2911ch3(9)

2911ch6(10)

2911ch7(1)

2911ch4(3)

2911ch5(3)

2911ch8(0)

2911ch11(4)

2911ch9(1)

2911ch10(8)

ছুটির হাট ছুটির হাট